প্রতিভা বসুর

মাধবীর জন্যে

পরিবেশক:

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

মাধবীর জন্য

অধ্যাপক অবিনাশ বন্দোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তাঁর বড় মেয়ে বকুল। পুতুলের মত মিষ্টি ছোট বোন রাণুর দিকে চেয়ে বকুল বুঝল, শোকে অভিভূত হবার মত অবসর তার নেই। রাণুকে বাঁচিয়ে রাখা, মানুষ করে তোলার দায়িত্ব এখন শুধু তারই।

সুদূর প্রবাসে কোথায় তারা পাবে একটু আশ্রয় আর দু'মুঠো অন্ন? বোধহয় পরম কল্যাণময়ের নির্দেশেই এই দুঃসময়ে দেশ থেকে কাকা এসে তাদের নিয়ে গেলেন নিজের আশ্রয়ে। কাকা ও কাকিমার স্নেহস্পর্শে বকুল পেল নব জীবনের প্রেরণা। কিন্তু নিষ্ঠুর দারিদ্রের সঙ্গেআপোষ করতে চাইলনা তার মন।

কাকার তদ্বিরে জেলা-হাকিমের সুপারিশ-পত্র নিয়ে বকুল এল কোলকাতায় মিসেস্ ঘোষালের বাড়িতে। মিসেস ঘোষাল সমাজের একজন বিশিষ্টা শুভাবশালিনী মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি, একমাত্র কন্যা মাধবী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মিসেস. ঘোষালের কৃপায়,

কলেজে পড়বার ও হষ্টেলে থাকবার সুযোগ পেল বকুল। বকুলের জীবনে হোল নব-অরুণোদয়।

হষ্টেলে এসে সে একদিনেই সকল মেয়েদের আপনার করে নিল। কিন্তু বিপদ বাধল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ মিস্ ব্যানার্জিকে নিয়ে। তিনি সাক্ষাৎ মোহমুদ্গর—একেবারে মহালিটির প্রতিমূর্তি। কথায় কথায় তাঁর নীতির বাণ-বর্ষণ। মেয়েরা তাঁকে আদর করে ডাকে 'মিস্ ডিসিপ্লিন' বলে, অবশ্য আড়ালে।

পড়াশুনা, অধ্যাপনা ও রাণুকে নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে বকুল। আজ সে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে।

হঠাৎ একদিন টেলিফোনে ডাক এল বকুলের। রিসিভার কানে দিতেই শুনল তীব্র ভৎর্সনা। বকুল ত বিস্ময়ে অবাক! পরের দিন আবার টেলিফোন—এবার তিরস্কার নয়, ক্ষমা প্রার্থনা। তারপর রোজই টেলিফোন। বকুলের বেশ ভাল লাগত এই টেলিফোনের বন্ধুটিকে। মিস্ ডিসিপ্লিনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ল, তিনি বকুলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কানে দিলেন রিসিভার—শুনলেন পুরুষের কণ্ঠস্বর। বকুলকে টেনে নিয়ে এলেন মিসেস ঘোষালের কাছে, বললেন অনেক কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে। মিসেস ঘোষালও বকুলকে ক্ষমা করতে পারলেন না—পুরুষ বন্ধুর সংগে টেলিফোনে গল্প করাটা হষ্টেলের আইনের বিরুদ্ধে। বকুল স্থাণুর মত নিশ্চল। হাসতে হাসতে মাধবী একটি সৌম্যকান্তি যুবকের হাত ধরে বকুলের কাছে এসে বললে—অশোক চ্যাটার্জি, বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার। এঁরই কথায় মাধবীর মা বুঝেছেন বকুল সম্পূর্ণ নির্দোষ—তিনি বকুলকে ক্ষমা করেছেন। বকুল মুখ তুলে চাইল অশোকের দিকে—অশোক দেখল অশ্রুভরা দু'টি কালো চোখ। বকুল মনে মনে ভাবল, জলহাওয়া লুকিয়ে থাকলেও মানুষের মাঝে এখনও ভগবান বাস করেন।

রাত্রে চোখে ঘুম আসেনা বকুলের। জানালা দিয়ে দেখে নীল আকাশে মেঘের খেলা। মনে হয়, রূপকথার রাজপুত্র এসেছে তার জীবনে—সোণার কাঠির স্পর্শে এবার হবে তার শাপমোচন।

দিন চলে যায়...

পথের বাঁকে একদিন দেখা সেই রাজপুত্রের সংগে। রাজপুত্র কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে গাড়ি নিয়ে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা—দু'চার ফোঁটা জলও পড়ছে। অশোক ডাকল বকুলকে, আকাশের দিকে চেয়ে সাড়া দিল বকুল।

রোজই বিকেলে 'তাদের দেখা হয়' লোকালয়ের বাইরে নির্জনে। নিভৃতে বসে, পড়ে তারা 'শেষের কবিতা', আর চুপ করে ভাবে—

"তোমারে দেখিনা যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়"

পৃথিবী পায়ের নীচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা সরে যাবে বলে।"

শেষের কবিতার শেষ পাতায় এসে তারা অনুভব করল—'পর বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি।'

ভোরবেলায় সবে পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে, দরজার বাহিরে খট্‌খট্ শব্দ। বকুল দরজা খুলে দেখে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। মাধবী বললে—"বকুল! আর এগিওনা—অশোকের সংগে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।" মাধবী চলে গেল। বকুল ভাবে, একি স্বপ্ন? না, বিভীষিকা?

বকুল অশোককে পাশ কাটিয়ে চলে। দরিদ্র, অনাথার পক্ষে বেশী আশা করা উচিত নয়।

অশোকের বাবার দিন ফুরিয়ে আসছে। যাবার আগে তিনি একবার বকুলকে দেখে যেতে চান। অশোকের মার মৃত্যুর পর থেকে তিনি অশোক ছাড়া আর কিছু জানেন না।

অশোক জোর করে ধরে নিয়ে এল বকুলকে, রুগ্ন বাবার কাছে। মুমূর্ষু বৃদ্ধ বকুলকে ডাকলেন মা বলে—লক্ষপতি ডাকছেন বকুলকে মা বলে? আত্মসংবরণ করতে লাগল বকুল। মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স দিয়ে অশোকের বাবা আশীর্বাদ করলেন ভাবী পুত্রবধূকে। বকুল কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধের পা জড়িয়ে ধরল। তার মনে হোল—স্বর্গ বুঝি পৃথিবী থেকে বেশী দূরে নয়!

বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। দেশ থেকে কাকা ও কাকিমা এসেছেন বকুলের বাসা-বাড়িতে। তাঁদের আনন্দের আর সীমা নেই!

বিয়ের বাজার সেরে অশোক বকুলকে নামিয়ে দিয়ে গেল তার বাড়িতে। উপরে এসে বকুল দেখে, অন্ধকার ঘরে চুপটি করে বসে আছে মাধবী। চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি।

মাধবী আদেশ করল—"এ-বিয়ে ভেঙে দাও বকুল"—

বকুল হাসতে হাসতে বলল—ঠাট্টা করছ?

—না। অশোকের ছেলের সাড়া পাচ্ছি আমার শরীরে। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল মাধবী। পৃথিবী দুলতে লাগল বকুলের চোখের সামনে।

সে-রাত্রে অশোক এসে দেখে বকুলের বাড়ি ফাঁকা। বকুল নিরুদ্দেশ।

ছুটতে ছুটতে নিজের বাড়িতে ফিরে এল অশোক। সে দেখল, ডাক্তারের সকল নিষেধ অবজ্ঞা করে নিজের হাতে বাড়ি সাজাচ্ছেন তার রুগ্ন বাবা। তিনি বলছেন, বিশ বছর পরে আবার এ-বাড়িতে লক্ষ্মীর আগমন হবে। এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না অশোক। যাবার আগে শুধু বলে গেল—এ বিয়ে হবে না। মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখের সামনে হাজার বাতির আলো নিভে গেল। মাথা ঘুরে তিনি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল? অশোকের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আজ কি করে সে মুখ তুলে দাঁড়াবে বাবার সামনে?

চোরের মত চুপি চুপি এল তার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাম্পে—আত্মগোপনের প্রয়োজনে। ম্যানেজার কালীবাবু, এত রাত্রে অশোককে দেখে অবাক। কোন কথা বলার আগেই টেলিফোনে ভেসে এল, অশোকের বাবার মৃত্যু-সংবাদ।

অশোক গাড়ি নিয়ে আবার ছুটল। পথের মোড়েই হোল ভীষণ এ্যাক্সিডেন্ট। কালীবাবু এসে দেখেন—অশোক ক্ষতবিক্ষত, সংজ্ঞাহীন।

……..অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে ট্রেন। ঘুমন্ত যাত্রীকে বুকে নিয়ে বকুল ভাবছে—এ চলার শেষ কোথায়?

⊙ ⊙ ⊙

একটা মিথ্যার পরিণাম যে কতখানি শোচনীয় হতে পারে, সে জ্ঞান মাধবীর ছিল না। আজ সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। মাধবী পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোথায় অশোক? কোথায় বকুল?

গান

(১)

মিস্ ব্যানার্জ্জী শোন
যদি তব নাম হত হিড়িম্বা
কিংবা জয় জগদম্বা
তবে দুঃখ ছিল না কোন।
মিস্ ব্যানার্জ্জী শোন
উপায় নাই যে তাইতো তোমার
মেজাজ সহ্য করি।
মরি মরি মরি আহা মরি
যেন সাক্ষাৎ ডানা কাটা পরী
অপরূপ মিল এসে নামে আর রূপে
তুলনা নাই যে তার
খেয়ালী প্রকৃতি তোমার
পরিহাস বোঝা ভার।
সুললিতা নাম ললিত অঙ্গে মধুর রঙ্গে
লাবনি পড়িছে ঝরি
মরি মরি মরি আহা মরি।

(২)

এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল
যার মাঝে রবে শুধু এদুটি হৃদয়
আর কিছু নয়॥
এই ক্ষণটুকু আর এই আলাপন
তারই মাঝে দুজনার মন
কানে কানে কত কথা কয়।
নয় ফুল নয় পাখী নয়গো চাঁদের
এই ক্ষণটুকু শুধু তোমার আমার
ওগো শুধু আমাদের।
এই ক্ষণটুকু আর এই যে আবেশ
কোন দিনই নাই তার শেষ
সে যেন এ জীবনেরই স্বর॥

(৩)

কি জানি কি কথা বলে খেয়ালী দখিনা
আকাশে তারাতে রাতের দেয়ালী
জ্বলে,
কোন সে সুরে কার সে সুরে
কোন অজানায় যাই।
এই যে আমায় আজকে আমার
হায়গো কোথায় মন যে হারায়

ডাক কে পাঠায় সে ত জানিনা॥
হারিয়ে যাওয়ার অনুরাগে
হারিয়ে যেতেই ভাল লাগে'
মাধবী মধুপে অলখে যে খেলা চলে
রাতের শিশিরে সে প্রেম মুকুতা ঝরে,
আজ এ বুকে নিবিড় সুখে
কিসের সাড়া পাই
কোন সে গোপন জাগায় স্বপন
চায় সে এমন ভরায় জীবন
সীমার বাঁধন তাইত জানিনা।

(৪)

কেমন মজা কেমন মজা কেমন মজা
ও মিস ব্যানার্জ্জী
কোথায় রইলো তোমার জারিজুরি
রইলো গো
আজ বদ্ধ কারার অন্ধকারে
মুক্তি পাবার দখিন বাতাস বইল গো॥

আমাদের বকুল মালা
তার বধুর গলায় ঠাঁই পেয়েগো
তোমারে দিল যে আজ পরাজয়ের
দারুণ জ্বালা
দে তোরা দে উলু
কাজল পরান ও দুটি নয়ন স্বপনে
যে ঢুলুঢুলু
কানাড়া ছাঁদে কবরী বদ্ধ আয়
বেঁধে দি বকুল ফুলে
ফুলকুন্তল দিবরে দুলায়ে ও দুটি সুচারু
কর্ণমূলে
কমল কোমল এই দুটি হাতে কঙ্কন
দেব পরায়ে
এই মালা তোর বধুর পরাণ স্বপনে
দেবে যে ভরায়ে
শ্বেত চন্দনে পত্র লেখাটি এঁকে
লাল চেলীবাসে সরমে রাঙান
ও আনন দেব ঢেকে
ওগো নববধু।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত এবং বংশজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

প্রডিউসার্স ইউনিয়নের নিবেদন

প্রতিভা বসুর

মাধবীর জন্য

পরিচালনা : নীতীন বসু

সংগঠনকারী

প্রযোজনা—	পি, এন, রায়
চিত্রনাট্য—	মনোজ ভট্টাচার্য্য
শিল্পনির্দেশক—	সৌরেন সেন
সুর-শিল্পী—	অনুপম ঘটক
আবহ-সঙ্গীত—	ভি, বালসারা
আলোক-চিত্র—	বিমল মুখার্জি
শব্দ নিয়ন্ত্রণ—	বানী দত্ত
গীত রচনা—	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সম্পাদনা—	কালী রাহা
ব্যবস্থাপক—	সুবোধ দাস
রূপ-সজ্জা—	প্রাণানন্দ গোস্বামী
আলোক-সম্পাত—	হরেন গাঙ্গুলী
স্থির-চিত্র —	ক্যাপস্।

সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা—	বাণী বসু, সুনীল গুপ্ত, ও প্রফুল্ল ভোস
আলোক-চিত্র —	দীপক দাস, কানাই দে
শব্দ-নিয়ন্ত্রণ—	ঋষি ব্যানার্জি
ব্যবস্থাপক—	মণি দাসগুপ্ত, আশু গুহ
শিল্প-নির্দেশ—	গোপী সেন
সঙ্গীত—	হীরেন ঘোষ
সম্পাদনা—	তরুণ দত্ত, প্রশান্ত দে
রূপ-সজ্জা—	ভীম নস্কর, বৈদ্যনাথ শর্মা
আলোক সম্পাত—	গণেশ, সুধীর, অভিমন্যু, দুখী, অবনী।

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত।

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভূমিকালিপি

আশীষ কুমার, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী কালী সরকার, প্রীতি মজুমদার, শৈলেন মুখার্জি, ছবি ঘোষাল, ঋষি ব্যানার্জি, জীবন ঘোষ, দিলীপ দাস। সাবিত্রী চ্যাটার্জি, প্রণতি ঘোষ, চন্দ্রাবতী দেবী, তপতী ঘোষ, পদ্মা দেবী, সুমালা চ্যাটার্জি, আরতি দাস, মিসেস লাহিড়ী, অঞ্জলি চক্রবর্তী, লক্ষ্মী, বাসন্তী, মায়া, জয়শ্রী, সরস্বতী, রাণু ও আরো অনেকে।

শিশু রঙমহল ও অরোরার

যুগ্ম প্রযোজনায়

অবন পটুয়া

অরোরা পরিবেশনা

—গঠন পথে—

অরোরার নিবেদন

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত

তারাশঙ্করের

জলসাঘর

এল্ বি, ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনাল প্রযোজিত । ল' ব্রস রিলিজ

পরশুরাম বিরচিত

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত

তুলসী চক্রবর্তী অভিনীত

পরেশবাবুর পরশ পাথর

সুবোধ ঘোষের

অযান্ত্রিক

পরিচালনা· ঋত্বিক ঘটক

শ্রেষ্ঠাংশে· কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও "জগদ্দল"

। অরোরা পরিবেশিত ।

মহাজাতি আর্ট প্রেস, কালকাতা-২৫